

# ANURANAN

Radiating Love Resonating Trust

Mission Para, Rahara, Kolkata- 700118

## অনুরণন

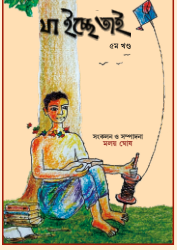
- অনুরণন একটি সমাজসেবামূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।
- কিছু সমমনস্ক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ।
- শিশু ও কিশোরদের মনোবিকাশ-সহায়ক কাজে নিয়োজিত।
- নানা মারণ রোগে আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে ‘আনন্দের দিন’ উদযাপনে দায়বদ্ধ।
- আর্ত ও অবহেলিত মানুষের কল্যাণে সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ।



২৮ জুন ২০২৫ তারিখে অনুরণনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ‘যা ইচ্ছে তাই’-এর ৫ম খণ্ড প্রকাশ করছেন (বাঁদিক থেকে) কলকাতা মেডিকেল কলেজের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজির অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর প্রফেসর ডা. অসীম ঘোষ, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্ম সচিব ড. কাকলি মুখার্জী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির প্রফেসর ড. কুমারদেব ব্যানার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রফেসর ডা. দেবশিশু ভট্টাচার্য, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডা. প্রান্তর চক্রবর্তী, অভিনেতা-নাট্যকার ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সৌমিত্র বসু

রবীন্দ্রনাথ ‘পরাজয়-সঙ্গীত’-এ লিখেছেন,

‘জাগ জাগ জাগ ওরে,  
গ্রাসিতে এসেছে তোরে  
নিদারণ শূন্যতার ছায়া  
আকাশ-গরাসী তার কায়া’



বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের মূল্যবোধ, সৃষ্টিশীলতা এবং বৌদ্ধিক বিকাশকে গ্রাস করার জন্যে আধুনিক প্রযুক্তি-বাহিত উন্মুক্ত বিশ্বের হাজারো প্রলোভনের ডালি হাতের মুঠোয় এসে ভীড় করছে। ওই সর্বগ্রাসী যান্ত্রিকতার করাল গ্রাসের সামনে শুভচেতনার প্রাচীর তুলে তাদের মানবিক সত্তাকে সদাজাগ্রত রাখাই ‘যা ইচ্ছে তাই’-এর পঞ্চম খণ্ড-র লক্ষ্য।

আপনার স্নেহদ্বন্দ্ব শিশু-কিশোরদের মনের বিকাশের সঙ্গে নির্মল আনন্দ দানের জন্যে ‘যা ইচ্ছে তাই’-এর খণ্ডগুলি সংগ্রহ করার আবেদন জানাই।



### দেড় দশক পার করল অনুরণন বিনয় কুমার সিনহা (সদস্য)

ঠাকুরপুকুরের সরোজ গুপ্ত খণ্ড প্রকাশ করেন। ৩২০ পৃষ্ঠার এই বইয়ে ৩৪ ক্যান্সার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ জন লেখক শিশু-কিশোর মনের উপযোগী বিচিত্র ইনস্টিটিউটে ২০১১ সালে বিষয়ের লেখা উপস্থাপন করেছেন।

প্রাথমিকভাবে অনুরণন খুব স্বল্প পরিসরে বার্ষিক অনুষ্ঠানের কাজ শুরু করেছিল। দেখতে দেখতে আজ তা ১৫ বছর পেরিয়ে গেল। এরই মাঝে অতিমারী আবহে অনুরণনের কাজ থেমে থাকেনি। সুন্দরবনের ঝড় খালি, পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর, হুগলীর কামারপুকুর, বাঁকুড়ার গৌরীপুরে পৌছে গেছে টিম অনুরণন।

কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ২৮ জুন ২০২৫, শনিবার অনুরণনের বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের সহায়তায় প্রতি বছরের ন্যায় ব্যাগ, ড্রিং করে তার ম্যাজিক। ছোট্টোরা খুব উপভোগ করে কলকাতা মেডিকেল কলেজের রিজিওনাল এই ম্যাজিক শো। এমনকি স্টেজে উঠেও ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজির অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর প্রফেসর ডা. অসীম ঘোষ উদ্বোধনী ‘মৌন-মুখর’ গোষ্ঠীর মুকাভিনয় সবাইকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মোহিত করে দেয়।

সম্মানীয় অতিথিরা ‘যা ইচ্ছে তাই’-এর পঞ্চম

এরপর পৃষ্ঠা ২



### মনকে অনুরণিত করে অনুরণনের সমস্ত উদ্যোগই

গৌতম ভট্টাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল



২৮ জুন কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কাছে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘অনুরণন’-এর বার্ষিক সভা। প্রত্যেক বছরই যাই, গিয়ে ভালোলাগে বলে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অনুরণন গত ১৫ বছর শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মনোবিকাশের কাজে নিয়োজিত এবং সেই সঙ্গে নানা মারণরোগে আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে বছরে অন্তত একটিবার ‘আনন্দের দিন’ উদযাপন করে। বার্ষিক সভায় শিশুদের আনন্দ প্রদানের জন্য তাই ছিল ম্যাজিক শো, গান, মুকাভিনয় ও নাটক। সংগঠনটি আর্ত ও অবহেলিত মানুষের কল্যাণে, বছরের বিভিন্ন সময়ে সেবামূলক কর্মসূচিও গ্রহণ করে।

অনুরণনের চালিকা-শক্তি মলয় ঘোষ এবং অবশ্যই তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী সুস্মিতা। মলয়কে যারা চেনেন তাঁরা জানেন চিত্রার মৌলিকত্ব, সকলকে সাহায্য করার মানসিকতা এবং অন্তহীন উদ্যোগ ও উৎসাহ মলয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বার্ষিক অনুষ্ঠানে মলয়েরই সংকলন ও সম্পাদনায় এবারও প্রকাশিত হল ছোট্টদের জন্য বই ‘যা ইচ্ছে তাই’ (৫ম খণ্ড)। মলয় মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, পড়াশোনার নিরন্তর চাপে যে শিশুদের শৈশব হারিয়ে যাচ্ছে তাদের খেলার ছলে জীবনের শিক্ষা দেবার প্রয়োজন। সেই বিশ্বাস থেকেই প্রতি বছর ‘যা ইচ্ছে তাই’ এর নতুন খণ্ড প্রকাশিত হয়। ওঁর কথায় ‘আনন্দের সঙ্গে কিছু শিখলে মনেই হয় না শিখছি বলে।’

বইটির ৫ম খণ্ড উৎসর্গ করা হয়েছে ‘সেই সব বাবা-মাকে যাঁরা ইংরেজি আগ্রাসনের তীর স্রোতের মধ্যেও সন্তানকে বাংলা পড়তে শেখাচ্ছেন’। মুখবন্ধে লেখা হয়েছে সর্বগ্রাসী যান্ত্রিকতার মোকাবিলায় শুভ চেতনার প্রাচীর তুলে কিশোর-কিশোরীর মানবিক সত্তাকে সচেতন করাই বইটির উদ্দেশ্য। এবছর ‘যা ইচ্ছে তাই’-এ আছে বিভিন্ন বিষয়ে ৩৪টি প্রবন্ধ। বলা বাহুল্য বই বিক্রীর সমস্ত আয়ই খরচ হবে থ্যালাসেমিয়া ও ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার সহযোগিতায়। উৎসাহ হলে যোগাযোগ করতে পারেন নীচের mail id-তে : [mailtoanuranan@gmail.com](mailto:mailtoanuranan@gmail.com)

তাই বলেছিলাম, অনুরণনের সমস্ত উদ্যোগেই অন্যভাবে ভাবার ছাপ মনকে অনুরণিত করে!